আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস, ২০১৬

Digital Customs: Progressive Engagement

BANGLADESH CUSTOMS

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৩ মাঘ ১৪২২
২৬ জানুয়ারি ২০১৬

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০১৬' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Digital Customs: Progressive Engagement' বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন কৌশল। এ লক্ষ্যে সরকার তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপকভিত্তিক ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করছে। প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সামগ্রিক কর্মকান্ডের ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়নসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস বিধি-বিধান ও আনুষ্ঠানিকতা সহজিকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস বিভাগ নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আমদানি পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি পরিহার এবং পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র সুরক্ষার মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা সুসংহত করার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ কাস্টমস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জনগুরুত্বপূর্ণ এসব কর্মকান্ড সমন্বিতভাবে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে দক্ষতার সাথে কম খরচে ও স্বল্প সময়ে সফলভাবে সম্পাদনের জন্য Digital Customs এর বিকল্প নেই।

বিশ্ব কাস্টমস সংস্থার সদস্য হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশে ডিজিটাল কাস্টমসের পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম দ্রুত অন-লাইনে ঘোষণা প্রদান ও শুল্কায়নের সুবিধার্থে আধুনিক ওয়েবভিত্তিক এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমস চালু করা হয়েছে। এ সিস্টেমের পূর্ণাঙ্গ সফলতার জন্য National Single Window (NSW) বাস্তবায়নের কার্যক্রমও প্রক্রিয়াধীন আছে। কাস্টমস এর সামগ্রিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে রাজস্ব ও বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত হবে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০১৬' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং বাংলাদেশ কাস্টমস এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

Digital Customs: Progressive Engagement

ডিজিটাল বাংলাদেশঃ ডিজিটাল কাস্টমস

২৬ জানুয়ারী আজ আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস। বিশ্ব কাস্টমস সংস্থার (WCO) উদ্যোগে অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে Digital Customs: Progressive Engagement। বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক অঙ্গীকার করে। এ নিরীখে বিশ্ব কাস্টমস সংস্থার এবারের প্রতিপাদ্য বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় যাত্রা শুরু করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নপূরনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে নতুন চেতনায় আবির্ভূত হয়েছে। সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (GGMMF) এর আওতায় বর্তমানে ৫টি P: Political Guidance, People, Partnership, Planning, Performance; ৫টি I: Increased Revenue, Improved Office Management, Impressive Stakeholder's Relations, ICT as an enabler, Integrity in the Management; ৫টি F: Fund, Function, Functionary, Facilitation, Freedom; এবং ৫টি C: Cooperation, Coordination, Coherence, Commitment, Courage এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে একটি কার্যকর ও ব্যবসাবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ কাস্টমস বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে।

বিগত দিনে কাস্টমস এর কার্যক্রম ম্যানুয়ালি হলেও বর্তমানে বাংলাদেশ কাস্টমস ব্যাপকভাবে অটোমেটেড। বাংলাদেশ কাস্টমস- এর অটোমেশনের যাত্রা ১৯৯৩ সালে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে বর্তমানে সবগুলো কাস্টম হাউস ও প্রধান প্রধান স্থলবন্দরে ওয়েবভিত্তিক ASYCUDA World স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে ব্যবসায়ীরা অনলাইনে খুব সহজে তাদের পণ্য চালান আমদানি-রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছে।

ASYCUDA World স্থাপনের পর বর্তমানে কাস্টমস অন্যান্য সরকারী বেসরকারী সংস্থার সাথেও অনলাইন সংযোগ স্থাপন করেছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে ব্যাংক ও বন্দরের সাথে সরাসরি অনলাইন সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। যার ফলে এলসি জালিয়াতি রোধের পাশাপাশি আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যাপক স্বচ্ছতা এসেছে। অন্যান্য সংস্থা যেমন বিএসটিআই, কোয়ারেন্টাইন, বিআরটিএ, সিসিআইএন্ডই ইত্যাদি সংস্থার সাথেও Online Connectivity স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এর ফলে একটি কার্যকর National Single Window স্থাপন সম্ভব হবে। সরকারী বেসরকারী স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

শুরুতে WCO-এর কার্যক্রম কেবল কাস্টমস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মসূচী- যেমন কাস্টমস ক্লাসিফিকেশন, ভ্যালুয়েশন, কাস্টমস প্রশাসনে পারস্পরিক সহযোগিতা, সাময়িক আমদানি, কাস্টমস পদ্ধতি সহজীকরণ ইত্যাদির মধ্যে সীমিত থাকলেও পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে অন্যান্য ক্ষেত্রেও WCO- এর কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়। পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর একাধিক চুক্তি যেমন- রুলস্‌ অব অরিজিন, Intellectual Property Rights (IPR) এবং সম্প্রতি Trade Facilitation Agreement (TFA) এর বাস্তবায়ন ও প্রসারে WCO কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই কাস্টমস এর বাইবেল হিসাবে স্বীকৃত Revised Kyoto Convention (RKC) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাস্টমস আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ কাস্টমস TFA বাস্তবায়নে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। TFA পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে কাস্টমসের জটিলতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এ সব আধুনিকায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে ADB, WBG, WCO ইত্যাদি সংস্থা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে।

ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের পাশাপাশি বাংলাদেশ কাস্টমস সরকারের রাজস্ব আদায়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ কাস্টমস নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৭,৫০০ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় করে ৩৮,৩৩৩ কোটি টাকা। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১,৭৬,৩৭১ কোটি টাকা। উল্লেখ্য ঐ সময় বাংলাদেশ কাস্টমস ৪৬,৫৩৬ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আশা করা যায় অর্থ বছরের শেষ নাগাদ বাংলাদেশ কাস্টমস তাদের উপর অর্পিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হবে। সরকারের মূল্যবান রাজস্ব আদায়ের পাশপাশি চোরাচালান দমন, মানিলন্ডারিং নিয়ন্ত্রণ, ক্ষতিকর পণ্য চালানের প্রবাহ রোধ, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণেও বাংলাদেশ কাস্টমস কাজ করে থাকে। ডিজিটাল কাস্টমসকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সুসংহতকরণের মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প-২০২১ সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ মাঘ ১৪২২
২৬ জানুয়ারি ২০১৬

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ জানুয়ারি ২০১৬ আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি শুল্ক বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি, সেবাগ্রহীতাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।
সরকারের ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব আহরণ, দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণ, বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশী পণ্যের প্রসার, বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের কোন বিকল্প নেই। এ কার্যক্রমের মূল সীমান্ত প্রহরী কাস্টমস বিভাগ। আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজ, স্বচ্ছ ও গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ কাস্টমস-এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সুসংহত যোগাযোগ স্থাপন অপরিহার্য। তথ্য-প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমেই তা সহজে অর্জন করা সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের এবারের প্রতিপাদ্যঃ 'Digital Customs: Progressive Engagement' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।
বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সরকার দেশের শুল্ক আদায় কার্যক্রমকে আধুনিক ও গতিশীল করতে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। কাস্টমস ব্যবস্থাপনায় এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ডসহ অন্যান্য অটোমেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এই নেটওয়ার্কে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে দেশের সামগ্রিক কাস্টমস ব্যবস্থাপনাকে একটি কেন্দ্র হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমরা রাজস্ব প্রশাসনে ব্যাপক জনবল নিয়োগ দিয়েছি। শুল্ক ভবনগুলো আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির আওতায় আনা হয়েছে। আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহ বেড়েছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অসাধু তৎপরতা বন্ধ হয়েছে। বিশ্বব্যাপী পণ্য চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ হয়েছে।
আমি আশা করি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতায় ডিজিটাল পদ্ধতি ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতির সর্বোচ্চ বাস্তবায়নে আরও তৎপর হবে। রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা বৃদ্ধি, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এখাতে সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে নিবেদিত হবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০১৬' উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ২৬ জানুয়ারি। বিশ্ব কাস্টমস দিবস। বিশ্ব কাস্টমস সংস্থার (WCO) সদস্য প্রায় সকল রাষ্ট্রে এ দিবসটি উদযাপন করা হচ্ছে। বাংলাদেশেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন করছে। দিবসটির তাৎপর্য ব্যাপক ও বিশ্বব্যাপী।

বর্তমান যুগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যুগ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WCO) উত্থান, তথ্য ও যোগাযোগ এবং উৎপাদন প্রযুক্তির ক্রমোন্নতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনা ও বিকাশের দ্বার খুলে দিয়েছে। বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা উক্ত সম্ভাবনাকে আরো বেগবান ও সংহত করেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নয়ন ও প্রসারে দক্ষ কাস্টমস সংস্থা উক্ত সম্ভাবনাকে আরো বেগবান ও সংহত করেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নয়ন ও প্রসারে দক্ষ কাস্টমস পদ্ধতির গুরুত্ব দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছাড়াও দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, চোরাচালান ও মাদক পাচার রোধ, সন্ত্রাস ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কাস্টমস এর গুরুত্ব ও কার্যকারিতা স্বীকৃত। আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য (Cross Border Trade) সুসংহতকরণসহ স্ব স্ব নিরাপত্তা সংরক্ষণে সীমান্ত সৈনিক হিসাবে কাস্টমস এর কোন বিকল্প নেই।

এ বছর কাস্টমস দিবসে WCO এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "Digital Customs: Progressive Engagement" বাংলাদেশ কাস্টমস বিশ্ব সংস্থার এ প্রতিপাদ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ অটোমেশনের মাধ্যমকে শুল্কায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ওয়েবভিত্তিক ASYCUDA World System চালু করেছে। National Single Window (NSW) কে ক্রমান্বয়ে উক্ত পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্তকরণের কার্যক্রম ও চলমান আছে। আশা করা যায় ২০১৬ সালের মধ্যে এসব কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে এবং তাতে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আমদানি-রপ্তানির কাস্টমস শুল্কায়ন ও খালাস হবে। আমি আশা করি, সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কাস্টমস গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে তাঁদের ডিজিটাল কর্মসূচী নিয়ে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাবে।

কাস্টমস বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

আবুল মাল আবদুল মহিত, এমপি

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ ঃ ২৬.০১.২০১৬ ইং।

বাণী

২৬ জানুয়ারি, ২০১৬ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবস উদযাপন করবে জেনে আমি আনন্দিত। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের সুষ্টু ব্যবস্থাপনায় এবং যুক্তিসঙ্গত শুল্ক-রাজস্ব আহরণ করে শুল্ক কর্তৃপক্ষ সরকারের ও দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

এক সময় সরকারী রাজস্বের সিংহভাগ আসত শুল্ক হতে। কিন্তু বিশ্ব-বাণিজ্য ক্রমশ: উদার হবার ফলে শুল্কের অবদান কমে আসছে। উদার বাণিজ্যনীতি ও নমনীয় শুল্ক হার উৎপাদক উপকরণের দক্ষ বিতরণের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির সহায়ক হয় এবং ভোক্তা-নাগরিকের কল্যাণ সাধন করে।

শুল্ক দিবসের জন্য এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য 'Digital Customs: Progressive Engagement' গুরুত্ববহ অনুষঙ্গ। দ্রুতগতিতে তথ্য বিনিময় সময়োচিত যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রযুক্তি সহায়ক ভূমিকা রাখে, শুল্ক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়ায়। এজন্য শুল্ক বিভাগের অটোমেশন এবং শুল্ক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কম্পিউটার ব্যবহার যোগ্যতা গুরুত্বপূর্ণ। ডিজিটাল কাস্টমস ব্যবস্থাপনা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন কার্যক্রমের অঙ্গীভূত।

ডিজিটাইজেশন শুধু প্রযুক্তি সংযোগ নয়; বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক মানসিকতা গঠন এবং যুক্তি-ভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা হবে। ডিজিটাইজেশনের গুরুত্বপূর্ণ অকদান। বিজ্ঞান-সম্মত শুল্ক প্রশাসন স্বচ্ছতা বাড়াবে এবং শিল্প-বাণিজ্য বান্ধব ও রপ্তানি সহায়ক হবে।

কাস্টমস বিভাগের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকারের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের জন্য বৈধ রাজস্ব আহরণের কোন বিকল্প নেই। স্থিতিশীল শুল্ক-কর নীতি এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজস্ব আহরণ বিনিয়োগ উৎসাহিত করবার জন্য আবশ্যিক। আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবসে আমাদের শপথ ও প্রত্যাশা স্থিতিশীল রাজস্ব নীতি ও নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দেশের সমৃদ্ধি অর্জন।

আমি আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবস, ২০১৬ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

(ড. মসিউর রহমান)

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি
সভাপতি
অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

আজ বিশ্ব কাস্টমস দিবস। বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা (WCO) প্রতিবছর এ দিনটিকে বিশ্ব কাস্টমস দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। বিশ্ব কাস্টমস সংস্থার (WCO) সদস্য হিসেবে অপরাপর সদস্যের ন্যায় বাংলাদেশেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন করা হয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ও প্রয়োজনে শুল্ক ব্যবস্থাপনা তথা কাস্টমস ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। তবে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে এর প্রয়োজন ও গুরুত্ব বেশী। যতো দিন যাচ্ছে প্রতিটি জনপদ/ রাষ্ট্র এমনকি সমগ্র বিশ্ব এর ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন বা গুরুত্বকে শুধু উপলব্ধি করছে না, স্বীকৃতিও দিচ্ছে।

বিশ্বায়নের এই যুগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ উন্নতির মূল চালিকা শক্তি হলো বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও পুঁজি-সম্পদ ইত্যাদির উদার ও নির্বিঘ্ন চলাচল এবং এর ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপক বিকাশ ও প্রসার। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তথা আমদানি-রপ্তানির এই বিস্তৃতির প্রেক্ষাপটে সীমান্ত প্রহরী হিসেবে কাস্টমস-এর ভূমিকা হয়ে ওঠে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। তাই বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা (WCO) প্রতিষ্ঠার পর হতে বাণিজ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, চোরাচালান, মুদ্রা এবং মাদক পাচার রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিশ্ব সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা কাস্টমস এর উক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে বিশ্বব্যাপী সমন্বিত, সহজ, রাজস্ব, ব্যবসা ও পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি, রীতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগে সহযোগিতা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় সংস্থাটি বিশ্ব কাস্টমস দিবসের জন্য প্রতি বছর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রতিপাদ্য হিসেবে নির্বাচন করে থাকে। এ বছরের প্রতিপাদ্য হচ্ছেঃ 'Digital Customs : Progressive Engagement' উল্লেখ্য কাস্টমস ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে বাংলাদেশ গত কয়েক বছর ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শুল্ক ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন ও ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে এবং কাস্টমস-এর সক্ষমতার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ASYCUDA World বাস্তবায়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শ্লোগানের মূল চেতনাকে ধারণ করে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রযুক্তির যে বিপ্লব শুরু হয়েছে, এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টি সরকারের এই কর্মযজ্ঞের সাথে সংগতিপূর্ণ। আশা করি, ২০১৬ এর মধ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস সম্পূর্ণরূপে ডিজিটালাইজ্‌ড হবে; যার ফলে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা সহজ এবং সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী হবে। আমি বিশ্ব কাস্টমস দিবস যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেয়ায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ বাংলাদেশ কাস্টমসকে ধন্যবাদ জানাই এবং দিবসটির সাফল্য কামনা করি।

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

এম.এ. মান্নান এম পি
প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা (WCO) মূলত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শুল্ক কাঠামো ও পদ্ধতির সহজীকরণ, যৌক্তিকীকরণ, উদারীকরণ, চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদক, অস্ত্র ও মুদ্রাপাচার রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ উক্ত সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র।

আন্তর্জাতিক এ সংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি সদস্য রাষ্ট্রগুলো 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস' পালন করে থাকে। প্রতি বছরই সংস্থাটির গৃহীতব্য কার্যক্রমের ভিত্তিতে একেকটি শ্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে দিবসটি উদযাপন করে আসছে। এ বছর 'Digital Customs: Progressive Engagement' এই শ্লোগানকে প্রতিপাদ্য করা হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) বাণিজ্য সহজীকরণ (Trade Facilitation) সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনপূর্বক বিশ্ব বাণিজ্য বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যকেই বাস্তবরূপ প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্ব কাস্টমস পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস বিভাগ দ্রুতই ডিজিটাল নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে WCO এর এ বছরের মূল প্রতিপাদ্যকে বাস্তবরূপ দিতে পারবে বলে আমি আশা করি। এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কাস্টমস সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও সম্প্রতি জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত Sustainable Development Goals (SDG) বাস্তবায়নেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালন করছে। এর মধ্য দিয়ে কাস্টমস কর্মকর্তাগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন বলে আশা করছি। দিবসটি পালনের সুবাদে দেশের জনগণ কাস্টমস বিভাগের কার্যক্রম, গুরুত্ব ও দেশের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হবেন। একই সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি জগতের অবারিত সুযোগ-সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে ভৌগোলিক সীমারেখা ভেঙ্গে কাস্টমস এক অখন্ড বিশ্ব প্রতিষ্ঠার মহতী বন্ধনে বিশ্ব মানুষকে আবদ্ধ করবে এমনটাই আমার বিশ্বাস।

আমি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

এম. এ. মান্নান, এমপি

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উৎসবের আমেজ নিয়ে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপিত হয়। বিশ্ব কাস্টমস সংস্থার (WCO) সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলদেশ কাস্টমস বিভাগ দিবসটি উদযাপনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কম খরচ ও দক্ষতার সাথে সমন্বিত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়ী সমাজকে সেবা প্রদান করার লক্ষ্য নিয়ে এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'ডিজিটাল কাস্টমস ঃ ক্রমবর্ধমান সংযোগ'।
অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ একান্ত অপরিহার্য। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্বের প্রায় ৮৫ ভাগ আহরণের গুরুদায়িত্ব জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের। রাজস্ব আহরণ কাজে বাংলাদেশ কাস্টমস বিশ্বব্যাপী কাস্টমস ব্যবস্থায় অনুসৃত সর্বোত্তম পদ্ধতির সাথে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তথা আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের অগ্রদূত হিসেবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কাজের অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

রাজস্ব আহরণ, চোরাচালান নিরোধ, মাদক পাচার রোধ, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের কাস্টমস কার্যক্রম সম্পাদন, বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ তৈরীসহ বহুবিধ কাজে বাংলাদেশ কাস্টমস এর ভূমিকা প্রশংসনীয়। কাস্টমস পদ্ধতির অটোমেশন ও ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি রাজস্ব-বান্ধব এবং বাণিজ্য-বান্ধব পরিবেশ তৈরীসহ বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও অংশীদারিত্ব স্থাপন, সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা তথা কাস্টমস স্টেশন/ বন্দরে নিযুক্ত সংস্থাগুলোকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় দক্ষতার সাথে সেবা প্রদানপূর্বক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করতে 'Digital Customs' তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
বাংলাদেশ কাস্টমস WCO'র উদ্ভাবিত ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত বিশ্বমানের রীতি-নীতি, ডিজিটাল পদ্ধতি, কাস্টমস আইন, পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে নানামূখী আধুনিকায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এসব আধুনিকায়ন কার্যক্রমের মধ্যে যুগোপযোগী নতুন কাস্টমস আইন প্রণয়ন, National Single Window সহ ওয়েবভিত্তিক ডিজিটাল কাস্টমস ASYCUDA World স্থাপন, স্বয়ংক্রিয় আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও পণ্য খালাসোত্তর নিরীক্ষা কার্যক্রম স্থাপন অন্যতম/ এসব আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়নপূর্বক আন্তর্জাতিক মানের কাস্টমস বিভাগ গঠন করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও রাজস্ব বৃদ্ধি, সন্ত্রাস দমন, মানি লন্ডারিং, মানব ও মুদ্রাপাচার রোধে কাস্টমস বিভাগ অধিকতর সফলতার পরিচয় দেবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস্‌ দিবস ২০১৬' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ নজিবুর রহমান)

International Customs Day 2016

This year's International Customs Day heralds the launch of the WCO Year of Digital Customs, a year in which each of the 180 WCO Member Administrations will endeavour to harness the enormous potential offered by the digitalization process to the benefit of their Administrations.

This year's slogan, "Digital Customs: Progressive Engagement", builds on a fundamental and universal concept of all Customs Administrations: improvement. Customs, a rather unique cog in the governmental wheel, has always been a driver of change by virtue of its core mandate. Whether it is calculating duties, assessing cargo, or protecting borders, the role of Customs has always been to anticipate, adapt, and evolve. In consultation withkey stakeholders, Customs has endeavoured to adapt its business processes to ensure increased efficiency, improved clearance times and safer borders.

In this era of unparalleled innovation, Customs is called upon once again to evolve, adapt, and anticipate the inevitable changes that digitilization will inaugurate. Anticipation is key, and many Administrations have already launched innovative digital programmes, illustrating their commitment to Information and Communication Technologies (ICT).

The benefits of ICT cannot be underestimated nor overlooked. The singularity of the tools, programmes and instruments of the WCO is that they are designed by Customs for Customs and predicated on the new, digital, reality. Since its inception, the WCO has sought to create a vision of the Administration of tomorrow. It is clear today that such a vision must encompass the new digital reality and technologies which abound and will, undoubtedly, contribute to improved Customs processes.

customs, as a standard-setting agency of government, are obliged to keep apace of changes in the trade environment. It is crucial that Administrations assume their leadership role with respect to the enforcement of regulations as confusion; misinterpretation and increased illicit activity are the marked characteristics and the natural consequences of an unregulated Customs environment. The advent of the new digital era, and the effects it has had on the business environment, has necessitated a swift and proactive response on the part of Customs.

The Administration of tomorrow will be required to take ownership of the myriad of technologies which exist today ,n order to better navigate the changing environment. The impact that digitilization has had on the international trade landscape has been hugely significant and transformative. In the great tradition of Customs adaptability, Administrations armed with ICT and an understanding of the benefits thereof, will be best placed to respond to future iterations of current technologies and changes in the regulatory environment.

Wishing you all a happy and digital International Customs Day!

Kunio Mikuriya
Secretary General

26 January 2016

২৬ জানুয়ারি ২০১৬। আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উপলক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত

ক্রোড়পত্র বিন্যাসঃ এম.এম. এ্যাড এন্ড ইন্টারন্যাশনাল